Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 318 – 330
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

বাংলা ও প্রতিবেশী ভাষার সংমিশ্রণ : প্রসঙ্গ পশ্চিম বীরভূমের বাংলা ভাষা

ড. অজয় সাহা
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
শৈলজানন্দ ফাল্গুনী স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, খয়রাশোল, বীরভূম
ইমেইল : ajoysaha.suri@gmail.com

Keyword
ভাষিক সংস্কৃতি, অন্ত্যস্বরলোপ, শিসধ্বনি, শব্দান্তিক সংযুক্ত ব্যঞ্জন, সানুনাসিকতা, রূপকল্প, প্রতিমুখ্য, নঞর্থক অব্যয়।

Abstract
সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বিভিন্ন একাধিক ভাষাভাষী মানুষজনের নিকট সান্নিধ্যের ফলে ভাষিক সংস্কৃতিতে সংমিশ্রণ লক্ষ করা যায়। পশ্চিম বীরভূমের ভৌগোলিক অবস্থান ঝাড়খণ্ড সীমান্ত সংলগ্ন হওয়ায় প্রতিবেশী ভাষাগুলির সঙ্গে এমনই এক সংমিশ্রণ ঘটেছে। পূর্বতন সাঁওতাল পরগণা তথা বর্তমান উত্তর-পূর্ব ঝাড়খণ্ডের একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চল বহুকাল বীরভূমের সাথে যুক্ত ছিল। ঝাড়খণ্ডের এই অংশটি আদিবাসী অধ্যুষিত। এখানে অস্ট্রিক গোষ্ঠীর সাঁওতালি, মুন্ডারি, কোঁড়া, হো প্রভৃতি আদিবাসী মানুষজনের স্থায়ী বাস। অপরপক্ষে পূর্বতন দক্ষিণ-বিহার তথা বর্তমান ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে রয়েছে মাগধী-প্রাকৃত অপভ্রংশের পশ্চিমা শাখার ভোজপুরি; মধ্য শাখার মৈথিলি ও মগহি ভাষা। ফলত নিবিড় সান্নিধ্যের কারণে একটা সাংস্কৃতিক প্রভাব পরস্পরকে প্রভাবিত করেছে। তাই দেখি বীরভূমের অন্যান্য অঞ্চল তথা মান্য চলিত বাংলা ভাষা থেকে পশ্চিম বীরভূমের ভাষারূপ স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্য যেমন ভাষার ধ্বনিগত ও রূপগত ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়, তেমনি অন্বয় ও শব্দভাণ্ডারের মধ্যেও দেখা যায়। যেমন– ব্যঞ্জনান্ত উচ্চারণ ও একাক্ষর প্রবণতা, শিসধ্বনি হিসেবে শুধুমাত্র 'দন্ত্য–স্'-এর ব্যবহার, শব্দান্তিক সংযুক্ত ব্যঞ্জনের ব্যবহার, অপভ্রংশ স্তরের মতো শব্দমধ্যস্থ একক ব্যঞ্জন লোপ পেয়ে পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনির সমাবেশ, তৃতীয় পক্ষের বর্তমান ও অতীত কালের ক্রিয়ারূপে স্বার্থিক {-ক্} রূপকল্পের ব্যাপক প্রয়োগে, প্রাতিমুখ্য বোঝাতে 'গ' রূপকল্পের ব্যাপক প্রয়োগে, তৃতীয় পক্ষের সর্বনামে 'উ' এবং 'ই'–এর প্রয়োগে, দূর নির্দেশক সর্বনাম রূপে ই আদ্য'হ'-এর আগম, সম্পন্ন অতীতের অসমাপিকা অংশে'-ল'যুক্ত হওয়া, এছাড়া বেশ কিছু ধাতু ও শব্দ অপরিবর্তিত রূপে এই অঞ্চলের বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়। এই লক্ষণগুলি প্রমাণ করে প্রতিবেশি ভাষাগুলির সহবস্থানের ফলে ভাষিক সংমিশ্রণ। বর্তমান নিবন্ধে আমরা এই বিশেষ বৈচিত্র্যগুলি উদাহরণসহ পর্যালোচনা করব।

Discussion

যে কোনও রকম সান্নিধ্য বা সহাবস্থান একে অপরকে প্রভাবিত করে। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষজনের পারস্পরিক সহাবস্থানের ফলে তাদের সংস্কৃতিতে একটা রূপান্তর বা সংমিশ্রণ স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটে। এর ফলে ভাষিক সংস্কৃতিও প্রভাবিত হয়। সাধারণত সীমান্তবর্তী অঞ্চলে আমরা এমনটা লক্ষ করি। সেখানে দুই বা ততোধিক ভাষাভাষীগোষ্ঠীর মানুষজনের সুদীর্ঘকাল সহাবস্থানের ফলে সাংস্কৃতিক একটা সংমিশ্রণ সহজেই ঘটে। পশ্চিম বীরভূমের ভৌগোলিক অবস্থান ঝাড়খণ্ড সীমান্ত সংলগ্ন হওয়ায় প্রতিবেশী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে একটা সাংস্কৃতিক যোগ লক্ষ করা যায়।

পূর্বতন সাঁওতাল পরগণা তথা বর্তমান উত্তর-পূর্ব ঝাড়খণ্ডের একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চল বহুকাল বীরভূমের সাথে যুক্ত ছিল। পালযুগে দেখি রামপালের সময় সাঁওতাল পরগণার কুজাবাটির শাসক ছিলেন শূরপাল। বর্তমান পশ্চিম বীরভুম এই কুজাবাটির অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১] ১৭০৪ সালে রাজনগরের রাজা আসাদুল্লা খান ঝাড়খণ্ডের উপজাতিদের হাত থেকে দেওঘর অধিকার করে বাংলা তথা বীরভূমের পশ্চিম সীমান্তকে রক্ষা করেন।[২] পরবর্তীকালে ১৮৫৫ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে বীরভূম ও ভাগলপুরের মধ্যবর্তী যে অংশে সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসী বসবাস করতেন, ইংরেজ সরকার তা 'সাঁওতাল পরগণা' নামে পৃথক জেলা গঠন করেন। এর ফলে বীরভূমের আয়তন প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ হ্রাস পায়।[৩] প্রশাসনিক ক্ষেত্রের মানচিত্রে এই পৃথকীকরণ ঘটলেও সুদীর্ঘকালের সহবস্থানজাত সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি অটুট থাকাই স্বাভাবিক। ঝাড়খণ্ডের এই অংশটি আদিবাসী অধ্যুষিত। এখানে অস্ট্রিক গোষ্ঠীর সাঁওতালি, মুন্ডারি, কোঁড়া, হো প্রভৃতি আদিবাসী মানুষজনের স্থায়ী বাস। বর্তমান পশ্চিম বীরভূমেও এই আদিবাসী গোষ্ঠীগুলি বিশেষত সাঁওতাল ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের স্থায়ী বসবাস রয়েছে। যাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য, দৈনন্দিন জীবনধারণের প্রয়োজনে একে অপরের উপর নির্ভরশীল। ফলত নিবিড় সান্নিধ্যের কারণে একটা সাংস্কৃতিক প্রভাব উভয় গোষ্ঠীকেই প্রভাবিত করেছে।

অপরপক্ষে পূর্বতন দক্ষিণ-বিহার তথা বর্তমান ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে রয়েছে মাগধী-প্রাকৃত অপভ্রংশের পশ্চিমা শাখার ভোজপুরি; মধ্য শাখার মৈথিলি ও মগহি ভাষা। আর এরই পূর্বী শাখা থেকে বাংলা, অসমীয়া ও ওড়িয়া ভাষার উদ্ভব।[৪] পূর্বতন বিহার অংশের এই ভাষাগুলি সমীক্ষা করতে গিয়ে জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন বলেছেন –

> ''Bihari has main three dialect – Maithili or Tir[a]hutia, Magahi and Bhojpuri.''[৫]

স্বাভাবিকভাবেই সীমান্ত বাংলার ভাষার উপর এই ভোজপুরি, মৈথিলি ও মগহির প্রভাব থাকা স্বাভাবিক। মগহির এলাকা নির্দেশ করতে গিয়ে গ্রিয়ার্সন বলেছেন –

> "on its eastern border, Magahi meets Bengali. The two languages do not combine, but the meeting ground is a bilingual one, where they live side by side, each spoken by its own nationality. Each is however, more or less affected by the other."[৬]

ঝাড়খণ্ড রাজ্য সংলগ্ন বীরভূমের পশ্চিম সীমান্তে রয়েছে মুরারই ১ নং, নলহাটি ১ নং, রামপুরহাট ১ নং, মহম্মদবাজার, রাজনগর এবং খয়রাশোল ব্লক। নিজস্ব ক্ষেত্র সমীক্ষায় এই পশ্চিম বীরভূমের বাংলা ভাষায় বেশ কিছু ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করি। যেগুলি বীরভূমের অন্যান্য অঞ্চল তথা মান্য চলিত বাংলা ভাষা থেকে স্বতন্ত্র। আসলে এই স্বাতন্ত্র্যের মূলে রয়েছে প্রতিবেশী ভাষাভাষীগোষ্ঠীর নিবিড় সান্নিধ্য। আর এই নিবিড় সান্নিধ্যের কারণেই উপর্যুক্ত প্রতিবেশী ভাষাগুলির নানাবিধ উপাদান ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী পশ্চিম বীরভূমের বাংলা ভাষাকে প্রভাবিত করেছে, কিংবা নানাবিধ উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটেছে। যার ফলস্বরূপ এই অঞ্চলের ভাষাসংরূপে বৈচিত্র্য এসেছে। এই বৈচিত্র্য যেমন ভাষার ধ্বনিগত ও রূপগত ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়, তেমনি অন্বয় ও শব্দভাণ্ডারের মধ্যেও দেখা যায়। বর্তমান নিবন্ধে আমরা পশ্চিম বীরভূমের বাংলা ভাষার উপর প্রতিবেশী ভাষাগুলির সংমিশ্রণ বা প্রভাবের ফলে যে বিশেষ বৈচিত্র্যগুলি সাধিত হয়েছে সেগুলি পর্যালোচনা করব।

১. এই অঞ্চলের বাংলা ভাষায় শব্দের অন্ত্যস্বরলোপের প্রচুর দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়। যেমন –

দের্ 'দেরি; চাক্ 'চাকা; থাল্ 'থালা'; লাত্ 'লাথি; ডগ্ 'ডগা'; সঙ্ 'সঙ্গ;

আঁত্ 'অন্তর; পাত্ 'পাতা; আস্ 'আশা'; ঠ্যাক্ 'ঠেকা; দুব্ 'দূর্বা; চাম্ 'চর্ম'।

মূলত দুই অক্ষর বিশিষ্ট শব্দগুলি একাক্ষরে রূপান্তরিত হয়েছে। এর পেছনে প্রতিবেশী ভাষাগুলির প্রভাব থাকার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে হয়। প্রতিবেশী ঝাড়খণ্ড-বিহারের দেহাতি মানুষের ভাষিক প্রয়োগে একাক্ষর প্রবণতা রয়েছে। কারণ কর্মঠ মানুষদের মধ্যে কথা কম বলার প্রবণতা যেমন দেখা যায় তেমনি সংক্ষিপ্ত, দ্রুত ও সহজ উচ্চারণ প্রবণতা স্বাভাবিকভাবেই থাকে। মগহি এবং ভোজপুরি ভাষাতেও উল্লিখিত শব্দগুলির ব্যঞ্জনান্ত উচ্চারণ ও একাক্ষর প্রবণতা লক্ষ করা যায়। যেমন –

ভোজপুরি[৭] – দের্, চাক্, সঙ্, পাত্, লাত্, ঠেক্, দুব্, চাম্ প্রভৃতি।
মগহি[৮] - আস্, লাত্, দইব্, আঁত্ প্রভৃতি।

২. শিসধ্বনি – 'শ', 'স'এবং 'ষ'-এর মধ্যে এই অঞ্চলের ভাষায় ব্যবহৃত হয় শুধু মাত্র 'দন্ত্য–স্'। বাকি দুটি ধ্বনির উচ্চারণ বা প্রয়োগ এই অঞ্চলের ভাষায় নেই। যেমন-

কিস্ন 'কৃষ্ণ', ভাঁসা 'ভাষা', সাসন্ 'শাসন', সাসক্ 'শাসক', সক্ 'শখ',
সুন্ 'শণ', সসিভুসন্ 'শশীভূষণ' প্রভৃতি।

অথচ মান্য চলিত বাংলায় দেখি 'তালব্য-শ্'– এর ব্যবহার। আসলে এই অঞ্চলের ভাষায় 'দন্ত্য–স্'–এর ব্যবহারের পেছনে মগহি, ভোজপুরি ও মৈথিলির প্রভাব রয়েছে বলে মনে হয়। মগহিতে শুধুমাত্র 'দন্ত্য–স্'–এর প্রয়োগ আছে।[৯] ভোজপুরি ও মৈথিলিতেও একই প্রবণতা দেখা যায়। মাগধী-অপভ্রংশ থেকে জাত নব্য-ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রবণতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন –

> ''Tendency to turn the original < ś ṣ s > > ś (ʃ), but in Central and Western Magadhan, Upper Indian influence has helped this sound, after the development of these languages, to change to a dental sibilant.''[১০]

মগহি – সাগ্ 'শাক', সালা 'শ্যালক', তিস্ 'ত্রিশ', আস্ 'আশা', কস্ট্ 'কষ্ট'।
ভোজপুরি – কিসন্ 'কৃষ্ণ', ভাসা 'ভাষা', স্রম্ 'শ্রম', সসুর্ 'শ্বশুর'।
মৈথিলি[১১] – তিস্ 'ত্রিশ', আসিন্ 'আশ্বিন', সগুন্ 'শকুন', সাওন্ 'শ্রাবণ', সপত্ 'শপথ'।

আবার সাঁওতালি ভাষার ক্ষেত্রেও দেখি, সেখানে শুধুমাত্র 'দন্ত্য–স্'–এরই ব্যবহার হয়। তাই ঝাড়খণ্ড সংলগ্ন পশ্চিম বীরভূমের বাংলা ভাষায় শিসধ্বনি হিসেবে শুধুমাত্র 'দন্ত্য–স্'-এর ব্যবহারের পেছনে এই ভাষাগুলির সাহচর্যগত প্রভাব রয়েছে বলে মনে হয়।

৩. মান্য চলিত বাংলায় সংযুক্ত ব্যঞ্জনের আলোচনা প্রসঙ্গে পবিত্র সরকার বলেছেন, 'শ্রুতিগম্য অন্ত্যযুক্তব্যঞ্জন বাংলার চালু শব্দাবলিতে খুব বেশি নেই। এর সব কটিও ঋণাগত শব্দভাণ্ডারের অংশ।'[১২] ধ্বনিবিজ্ঞানী মুহাম্মদ আব্দুল হাইও একই মন্তব্য করেছেন- 'কয়েকটি কৃতঋণ শব্দ ছাড়া বাংলার স্বাভাবিক ধ্বনি প্রকৃতিতে শব্দশেষে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি থাকতে পারে না বলে বাংলায় cvcc বা ccvcc জাতীয় অক্ষর কাঠামো দেখা যায় না।'[১৩] কিন্তু পশ্চিম বীরভূমের বাংলা ভাষায় আমরা এজাতীয় প্রয়োগ লক্ষ করি, যা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন–

ন্যান্জ্ 'লেজ'; সান্জ্ 'সাঁঝ'; মান্জ্; নান্দ্;
পর্জন্ত্ 'পর্যন্ত'; বান্দ্ 'বাঁধ'; কান্দ্ 'কাঁধ'।

আসলে পার্শ্ববর্তী ঝাড়খণ্ড রাজ্যের ভাষাগুলির ঘনিষ্ট সান্নিধ্যের ফলে এই অঞ্চলের ভাষায় শব্দান্তিক সংযুক্ত ব্যঞ্জন ব্যবহারের প্রবণতা এসেছে বলে মনে হয়। মগহিতে প্রচুর পরিমাণে এরূপ প্রয়োগ রয়েছে। এছাড়া ভোজপুরি ও মৈথিলিতেও এজাতীয় শব্দান্তিক সংযুক্ত ব্যঞ্জনের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন–

মগহি – অঙ্ক্, অঙ্গ্, অন্ত্, কস্ট্, জল্দ্, দর্দ্, অস্ত্, অর্থ্, অনন্ত্।
মৈথিলি – চুস্ত্, ধন্দ্, ভক্ত্, অনুরক্ত্।
ভোজপুরি – তুরন্ত্, তুচ্ছ্, আতঙ্ক্, অনন্দ্, নিকিস্ত্, নিচিন্ত্, নিতান্ত্, ভরস্ট্।

৪. প্রাচীন বাংলা ও আদি-মধ্য বাংলা ভাষায় অপভ্রংশ স্তরের মতোই শব্দমধ্যস্থ একক ব্যঞ্জন লোপ পেয়ে পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনির সমাবেশ ঘটেছে, তারা যৌগিক স্বর বা দ্বি-স্বর হয়ে ওঠেনি। কিন্তু বাংলা ভাষার অন্ত্য–মধ্য স্তর থেকে এজাতীয় প্রয়োগ সচরাচর লক্ষ করা যায় না। মান্য চলিত বাংলায় এরূপ প্রয়োগ নেই। অথচ এই অঞ্চলের বাংলা ভাষায় এজাতীয় প্রচুর প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যেমন–

সাঅস্ 'সাহস'; উঅর্ 'উহার'; লিঅর্ 'নীহার'; আঁঅল্ 'অন্ত্রল'; ঝাঁআঁ 'ঝামা';
লুআ 'লোহা'; বাঅড়্ 'বাতাস'; ঠাঅর্ 'অনুমান'; তাঅ 'তাওয়া'; কুঁআঁ 'কুয়ো'।

এ জাতীয় প্রাচীনত্বের বৈশিষ্ট্য এই অঞ্চলের ভাষা এখনও ধরে রাখতে পেরেছে তার কারণ পার্শ্ববর্তী ভাষাগুলির নিবিড় সান্নিধ্যের প্রভাবের ফলে বলে মনে হয়। ভোজপুরি এবং মৈথিলিতে অপভ্রংশ স্তরের এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এই ভাষাগুলিতে পাশাপাশি একাধিক পূর্ণ স্বর স্বচ্ছন্দে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

ভোজপুরি – ফুআ, দেআল্, নরিঅর্, পিআস্, ধুআঁ, সতুআ, ছুআছুত্, পিঅরী, হঁসুআ, ধোঅল।
মৈথিলি – সিতুআ, পিঅব, কাএম্, চাউর্, কাএর্, দোআরি, দিবলিআ, বিআএব, কহাউতি।

৫. এই অঞ্চলের ভাষায় স্বতোনাসিক্যভবনের অতি প্রবণতা সত্ত্বেও মান্য চলিত বাংলার 'খোঁজ্' ও 'ছোঁ' ধাতু এই অঞ্চলের ভাষারূপে সানুনাসিকতা হারিয়েছে। এগুলি ব্যবহৃত হয় নাসিক্যহীন হয়েই। যেমন–

উক্যা খুজ্। তু ছু দেখি।

আসলে এর মূলে রয়েছে মগহি ও মৈথিলির প্রভাব। উভয় ভাষাতেই ধাতু দুটির ক্ষেত্রে নাসিক্য স্বর নয়, মৌখিক স্বরই লক্ষ করি। যেমন- খোজ, ছু।

৬. এই অঞ্চলের ভাষায় তৃতীয় পক্ষের বর্তমান ও অতীত কালের ক্রিয়ারূপে স্বার্থিক {-ক্} রূপকল্পের ব্যাপক প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যা এই অঞ্চলের বাংলা ভাষার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যেমন–

উ জাব্যাক্। ইরা খাব্যাক্।
ছেলেগালা দিব্যাক্। কেউ হোক্ লিব্যাক্।

মৈথিলিতেও {-ক} রূপকল্পটি তৃতীয় পক্ষের ক্রিয়াপদে স্বার্থিক প্রত্যয় রূপে যুক্ত হয়।[১৪] যেমন-

'উ না কহলক।' 'অকাল পড়লক।'

এমনই 'দেলক', 'সুনলক', 'লেলক', 'কটলক' প্রভৃতি প্রয়োগ মৈথিলিতে লক্ষ করা যায়।

৭. প্রাতিমুখ্য বোঝাতে 'গ' রূপকল্পের ব্যাপক প্রয়োগ এই অঞ্চলের ভাষায় রয়েছে। যেমন–

বিড়াক্ গ ক্যানে। মোর্ছ্যা মোরুক্ গ। বোল্ছ্যা বোলুক্ গ জেঁয়েঁ।

মৈথিলিতেও এই রকম '–গ' রূপকল্পের প্রয়োগ রয়েছে।[১৫] যেমন–

'অবই ছি গ।' 'কহলক গ।' 'হম কহই ছিআঁ গ।'

৮. এই অঞ্চলের ভাষায় তৃতীয় পক্ষের সর্বনামে ব্যবহৃত হয় 'উ'এবং 'ই'। যেমন-

উ কুথা গ্যাল।
উরা লদি জাব্যাক্।
ই কুছু লিল্যাক্ কি?
ইগালা তুরা নিন্ জা?

মগহি, ভোজপুরি এবং মৈথিলি– এই তিনটি ভাষাতেও তৃতীয় পক্ষের সর্বনামের রূপে এই অঞ্চলের সঙ্গে সমধর্মীতা লক্ষ করা যায়। অপরপক্ষে মান্য চলিত বাংলার 'সে', 'ও', 'এ', 'এই' প্রভৃতি সর্বনামের রূপগুলি এই অঞ্চলে ব্যবহৃত হয় না। মগহিতে তৃতীয় পক্ষের সর্বনামের রূপ 'ই'এবং 'উ'।[১৬]

'উ রাজা বহুত দানি রহথিন।'
'ই ত হুনকর সবসৈ বরা দান রহয়।'

ভোজপুরি ভাষাতেও দেখি তৃতীয় পক্ষের সর্বনামের একবচনের রূপ 'ই'এবং 'উ'।[১৭] যেমন–

'উ দুমকা গইলে।'
'ই পেট না ভরে।'

গ্রিয়ার্সন মৈথিলির ছিকাছিকি বি-ভাষায় তৃতীয় পক্ষের সর্বনামে এই 'উ'–এর ব্যবহার দেখিয়েছেন।[১৮] আর এই বি-ভাষা ঝাড়খণ্ডের সাঁওতাল পরগণা ও ভাগলপুর অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

'উ গাঁও-মেঁ অকাল ভেলই।'
'উ না কহলক।'

৯. এই অঞ্চলের বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় পক্ষের সর্বনামে তু, তুম্ প্রাতিপাদিক ব্যবহৃত হয়। যেমন–

তু কুথা জাবি?
তুম্রা ক্যানে জাবে?

ভোজপুরিতেও দ্বিতীয় পক্ষের সর্বনামে 'তু', 'তুম'প্রাতিপাদিক পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

তু কা করথোঁ?
তু কখনি আইল?
তুমহারা খাতির হম উঁহাঁ গইলানী।[১৯]

মগহি ভাষাতেও দেখি এমনই 'তু'প্রাতিপাদিকের প্রয়োগ রয়েছে।[২০] যেমন –

'তু হুনকৈ কহাঁ দেখলয়।'

১০. সম্বন্ধ নির্দেশক সর্বনাম রূপে এই অঞ্চলের ভাষায় ব্যবহৃত হয় 'জুন্'। মান্য চলিত বাংলার 'যে'-সর্বনাম এখানে ব্যবহৃত হয় না। যেমন–

জুন্ট লিবি ল্যা।
জুন্ দিন্ জাবি জা।

ভোজপুরিতে নির্দেশক সর্বনামের প্রাতিপাদিক রূপে ব্যবহৃত হয় – জে, জৌন।[২১] যেমন-

জে আভি আইল রহে উ কহাঁ গইল?
জৌন আদমি কড়োয়া সচ্ বলেলা উ খরাব নইখে হোবত।

১১. ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের মাগধি-অপভ্রংশজাত ভোজপুরি, মৈথিলি এবং মগহি তিনটি ভাষাতেই দেখি নঞর্থক অব্যয় সমাপিকা ক্রিয়ার আগে বসেছে। যেমন –

ভোজপুরি – 'এগো হাথ সে তালি না বাজে।'
'ওস চটলে পিআস না বুতালা।'
মৈথিলি – 'হমে ভি না দেলাঁ।'
'উ না কহলক।'
মগহি – 'ই মোকা নয় মিল জায়।'
'হমরা দেখ কৈ উ ন ঘবরায়।'

যে সমস্ত বাঙালিরা বিবাহ বা কর্মসূত্রে ঝাড়খণ্ড রাজ্য থেকে এসে এই অঞ্চলে স্থায়ীরূপে বসবাস করছেন তাঁরা নঞর্থক অব্যয়কে সমাপিকার পূর্বেই ব্যবহার করেন। কারণ ওই ভাষাগুলির প্রভাবে ঝাড়খণ্ডে বসবাসকারী বাঙালিরাও এমনটাই ব্যবহার করেন। যেমন –

নাই জাব বল্লুম ত।
আ^{ই}জ্ রে^{ই}তে নাই খাব।
উরা আর্ নাই আস্ব্যাক্,

এছাড়া এই অঞ্চলে বসবাসকারী ঢিকার সম্প্রদায়ের ভাষাতেও দেখি নঞর্থক অব্যয় সমাপিকা ক্রিয়ার আগে বসেছে। যেমন -

হামি হাটু করিত নাই জাব।
হামি বেসাতি নাই জাব।

রোয়ানি সম্প্রদায়ের ভাষাতেও একই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করি। যেমন -

রাতিঁ নাই খাব।
তঁহ্যাঁ নাই খাঁভি।

১২. এই অঞ্চলের ভাষায় ণিজন্ত ক্রিয়ার সঙ্গে 'কর্' ধাতু যোগে ণিজন্ত পদ গঠনের ব্যাপক অভ্যাস এই অঞ্চলের ভাষায় বিশেষ ভাবে লক্ষ করা যায়। যেমন – 'বসালুম্' এর স্থলে 'বসা করালুম্'। এমনই, দিখা করাব, বলা করালুম, ধ করাবি, ব করাছি, লিয়া করাগা, দিয়া করাব, দ করালুম্ প্রভৃতি। এমনকি মূল ণিজন্ত ক্রিয়া 'কর্' (√কৃ) ধাতুজ হলেও তার উত্তর আবার 'করা' শব্দ স্বচ্ছন্দেই যুক্ত হয়– 'করা করাব'। যেমন -

অত কাজ কি লিজে পারিস্, কাউক্যা দিঁয়েঁ করা করাবি।
বিড়াট মুনিস্ লাগাঁয় করা করাত্যা হব্যাক্।

সত্যনারায়ণ দাশ এজাতীয় স্বতন্ত্র শব্দ যোগে ণিজন্ত পদ গঠনের রীতিকে সাঁওতালি প্রভাবজাত বলে মনে করেছেন।[২২] আমাদের আলোচ্য অঞ্চলটি আদিবাসী অধ্যুষিত ঝাড়খণ্ড সংলগ্ন হওয়ায় এবং তদুপরি বিশেষ করে রাজনগর ব্লকে আদিবাসী প্রাধান্য থাকায় তাঁর অনুমান সঙ্গত বলেই মনে হয়। সাঁওতালি ভাষায় ণিজন্ত পদ গঠন করা হয় 'ওচো' ধাতু যোগে। যেমন–

দাল্ ওচো 'মারা করা'।
এগের ওচো 'গাল খাওয়া কর।
লাগা ওচো 'তাড়া করা'।
সাপ্ ওচো 'ধরা করা'।[২৩]

১৩. দূর নির্দেশক সর্বনাম রূপে এই অঞ্চলে ব্যবহৃত হয় –

হোইও, হ দ্যা, হ দ্যাক্, হুতা প্রভৃতি।

এই আদ্য 'হ' আগম সাঁওতালি প্রভাবজাত বলে মনে হয়। সাঁওতালিতে দূর নির্দেশক সর্বনাম রূপে পাই –

হুনি 'উনি'; হুন্কিন 'ওনারা দুজন'; হন্কো 'ওনারা অনেকে'; হোনা 'সেটা';
হোনাকো 'সেখানের অনেকগুলি'; হিনি 'ওই টি'; হিন্কিন 'ওই দুটি';
হেন্কো 'ওই গুলি'।[২৪]

১৪. এই অঞ্চলের ভাষায় 'আছ' ও 'থাক' ধাতুর পরিবর্তে 'র' ধাতুর স্বচ্ছন্দ প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যেমন –

আখুন্ কুথা রোছিস্।
দু দন্ড র। সুবাই ত রোছ্যা।

এর মূলে ভোজপুরি এবং মগহি 'র' ধাতুর প্রভাব থাকার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে হয়। যেমন -

ভোজপুরি – উ ঘরমে রহলন।
অউর তনি দিন রহীঁ।
মগহি - ই বুড্ঢা ত আমির নয় রহয়।
উ বহুত দানি রহথি।

১৫. অধিকার, অস্তি বা বৃত্তি অর্থে এই অঞ্চলের ভাষায় পুংলিঙ্গে '-বালা [< ওয়ালা]' এবং স্ত্রীলিংঙ্গে '-বালি [< ওয়ালী]' প্রত্যয় যুক্ত হয়। 'ওয়ালা' বা 'ওয়ালী'-এর ব্যবহার নেই। যেমন -

বাড়িবালা, দাড়িবালা, দুদ্বালা, মাচ্বালা, ঝুঁটিবালি, মাচ্বালি প্রভৃতি।

মান্য চলিত বাংলা বা হিন্দিতে 'ওয়ালা'-এর প্রচলন আছে। মৈথিলিতে দেখি পুংলিঙ্গে '-বালা' এবং স্ত্রীলিঙ্গে '-বালী' প্রযুক্ত হয়। যেমন –

হক্বালা, যন্ত্রবালা, সক্বালা, মাছবালা, দানাবালা চাউর,
অবধিবালা, দোস্রাতিবালা, মাছবালী, দুধ্বালী প্রভৃতি।

১৬. এই অঞ্চলের বাংলা ভাষায় ইচ্ছাবাচক (optative) পদরূপে ব্যবহৃত হতে দেখি –

অমন্ দিন্ কারুর্ হোয়ে না (যেন না হয়); কানা হোয়েঁ;
চোক্ দুটো খেয়েঁ; মুখে পুঁকা হোঁয়ে; তাই জ্যানো এসে প্রভৃতি।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বীরভূমের ভাষায় প্রচলিত এগুলিকে প্রাচীন কর্মবাচ্যের পদ বলে চিহ্নিত করেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কিছু পদে এর প্রাক্রূপ লক্ষ করেছেন।[২৫] যেমন –

'প্রভূ হয়িআঁ হেন না করী'; 'লোভ হয়িলেঁ কানাঞিঁ আরতি না করী' প্রভৃতি।

আধুনিক বাংলা ভাষা তথা মান্য চলিত বাংলায় এগুলি কর্তৃবাচ্যের পদে রূপান্তরিত হয়েছে।[২৬] কিন্তু বীরভূমের ভাষা যে এরকম প্রত্নরূপটি ধরে রেখেছে তার মূলে হিন্দি ভাষার প্রভাব কাজ করে থাকতে পারে বলে সত্যনারায়ণ দাশ মনে করেছেন এবং হিন্দিতে এমন প্রয়োগ দেখিয়েছেন[২৭] –

'ভগবান হামারী রক্ষা করে';

'মেরা বেটা জল্‌দ্ চঙ্গা হোবে';
'ঈশ্বর করে বহ অচ্ছা হো জায়'।

ভোজপুরি ভাষাতেও আমরা এরূপ প্রয়োগ লক্ষ করি। যেমন –

ভগবান ভলা করিহেঁ।
ভগবান করে উ জল্‌দি ঠিক হো জাও।

১৭. ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী বীরভূম, বিশেষত উত্তর-পশ্চিম বীরভূমে দেখি সম্পন্ন অতীতের অসমাপিকা অংশে '-ল'যুক্ত হয়। যেমন– গেল্‌ছ্যা, হোল্‌ছ্যা, আল্‌ছ্যা।
পশ্চিম বীরভুমে জোলা-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও এরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। এর পেছনে মৈথিলির প্রভাব রয়েছে বলেই মনে হয়। মৈথিলি ভাষায় সম্পন্ন অতীতের ক্রিয়াপদ '-ল' যোগে গঠিত হয়।[২৮] যেমন– 'হম্ গেল্‌ছি'। 'হম্ চলল্‌ছি'।

১৮. বালকদের খেলায় গণনার ক্ষেত্রে এক, দুই, তিন, চার অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখি– মির, দুলা, তিলা, চুলা। এগুলি মৈথিলী ভাষায় ব্যবহৃত হয়। গণনাবাচক এই শব্দগুলি সম্পর্কে সুভদ্র ঝা 'The formation of Maithili Language'গ্রন্থে বলেছেন-

> "In Primary Schools the order in which the pupils arrive there is indicated by the following ordinals: 1st = mira, 2nd = dolha, 3rd = telha."[২৯]

শব্দগুলি মৈথিলী থেকে সরাসরি এই অঞ্চলের বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে।

১৯. গৃহ বা আবাস অর্থে 'বাড়ি' শব্দ এই অঞ্চলে ব্যবহৃত হয় না। 'বাড়ি' শব্দটি 'ক্ষেত' অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন – গুম্‌বাড়ি, আলুবাড়ি প্রভৃতি। গৃহ বা আবাস অর্থে ব্যবহৃত হয় 'ঘর্' শব্দ। যেমন – মামার্ ঘর্, পিসির্ ঘর্, সসুর্ ঘর্ প্রভৃতি।

মগহি এবং ভোজপুরিতেও 'ঘর্' শব্দ ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও দেখি এখানে মেয়েদের পিতৃগৃহে গমনকে কেউই বলেন না 'বাপের বাড়ি' গেছে, বলেন– 'মায়ের্ ঘর্' গেছে। মগহি 'মাইকৈ ঘর' এবং ভোজপুরি 'মাইকা ঘর' -এর প্রভাব রয়েছে বলে মনে হয়।

২০. সুদীর্ঘকালের সহবস্থানের ফলে ভোজপুরি ও মগহি ভাষার বেশ কিছু ধাতু অপরিবর্তিত রূপে এই অঞ্চলের বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়। যেমন –

ভোজপুরি – খিঁচ্ 'জোরে বা কষে'; সান্ 'মাখানো'; থক্ 'ক্লান্ত'; থুক্ 'থুথু ফেলা';
চাট্ 'লেহন করা'; ডাঁট্ 'ধমক'; ভুঁক্ 'বিদ্ধ হওয়া'; টাঙ্ 'টাঙ্গানো'।
মগহি – কস্ 'শক্তভাবে'; ছু 'স্পর্শ করা'; দাব্ 'চাপ'; পিস্ 'পেষানো';
ঝুঁক্ 'বেঁকে বা হেলে'।

আবার ধ্বনিপরিবর্তনের মধ্য দিয়েও বেশ কিছু ধাতু এই অঞ্চলের বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে। যেমন –

ভোজপুরি - উড়্ [< ওঢ়না] 'পরা'; খিদাড়্ [< খদেড়ল] 'তাড়ানো';
নুচ্ [< নোচল] 'নখ দিয়ে আঘাত করা';
চুট্ [< চোট] 'কাটা'; পুঁচ্ [< পোঁছনা] 'মোছা';
ছুপিঁয়্ [< ছিপনা] 'লুকিয়ে থাকা';
উল্‌ঢাল্ [< উলঝল] 'এলোমেলো করা'।

মগহি - খুঁচ্ [< খোঁচ্] 'আঘাত করা'; ভাঁট্ [< বাঁট্] 'বিতরণ'।

২১. মাগধী-অপভ্রংশ থেকে জাত বলে বেশ কিছু শব্দ মান্য চলিত বাংলার পাশাপাশি ভোজপুরি, মগহি ও মৈথিলিতেও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ঝাড়খণ্ড রাজ্যের এই ভাষাগুলির প্রভাবের কারণেই পশ্চিম বীরভূমের ভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলির ধ্বনিরূপ মান্য চলিতের মত নয়, মগহি, ভোজপুরি বা মৈথিলির সদৃশ বা কাছাকাছি। যেমন –

ক.	**পশ্চিম বীরভূম**	**মগহি**	**মান্য চলিত বাংলা**
	আচানক্	অচানক	আচমকা
	আস্	আস্	আশা
	উন্‌তিস্	উন্‌তিস্	ঊনত্রিশ /উনতিরিশ
	উগুল্	উগল্	ওগরানো/ উগরানো
	কেয়ো	কওয়া	কাক
	গাবিন্	গাবিন্	গর্ভিণী /গর্ভবতী
	ছিঁট্	ছিঁট্	ছেঁড়া
	ত	ত	তো
	থুক্	থুক্	থুথু
	বুড়্‌ঢা	বুড়্‌ঢা	বৃদ্ধ
	সঙ্	সঙ্	সঙ্গ
	সাগ্	সাগ্	শাক

খ.	**পশ্চিম বীরভূম**	**ভোজপুরি**	**মান্য চলিত বাংলা**
	আঙ্গুঠি	আঙ্গুঠি	অঙ্গুরি
	আঠাসি	আঠাসি	অষ্টাশি
	কাঁইচি	কাঁইচি	কাঁচি
	চাক্	চাক্	চাকা
	ডাঁড়ি	ডাঁড়ি	দাঁড়িপাল্লা
	দুব্	দুব্	দুর্বা
	দাই	দাই	ধাত্রী (-মা)
	পাত্	পাত্	পাতা
	পোই	পোই	পুঁই
	পুঁটা	পুঁটা	পোঁটা
	জিদ্	জিদ্	জেদ
	রাঁস্	রাস্	রাশি / স্তূপ

গ.	**পশ্চিম বীরভূম**	**মৈথিলি**	**মান্য চলিত বাংলা**
	আসিন্	আসিন্	আশ্বিন
	ঘুড্ডি	ঘুড্ডি	ঘুড়ি
	চাম্	চাম্	চর্ম

ঝনঝট	ঝন্‌ঝট্	ঝঞ্ঝাট
ডাঁড়্	ডাঁড়্	দাঁড়
ডাঁড়ি	ডাঁড়ি	দাঁড়ি (পূর্ণচ্ছেদ)
তিস্	তিস্	ত্রিশ
থুন্	থুন্	স্তন (পশুদের)
থুথুনি	থুথুনি	থুতনি
সপত্	সপত্	শপথ
সাঅন্	সাওন্	শ্রাবণ
সুগুনি	সগুন্	শকুন

২২. ধাতু এবং উল্লিখিত শদগুলি ছাড়াও মগহি, ভোজপুরি ও মৈথিলি থেকে বেশ কিছু শব্দ সরাসরি এই অঞ্চলের ভাষায় প্রবেশ করেছে, যেগুলি মান্য চলিত বাংলায় ব্যবহৃত হয় না। তাই এগুলিকে ঐ সমস্ত ভাষার প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল বলতে পারি। যেমন–

ক. মগহি ভাষা থেকে আগত শব্দ –

ই 'এই'; উ 'ওই'; উঁ হুঁ 'না'; আল্‌বাল্ [< অল্‌বল্] 'আজেবাজে বা অর্থহীন'; তক্ 'পর্যন্ত'।

খ. ভোজপুরি ভাষা থেকে আগত শব্দ –

উড়্ (<ওর্) 'কিনারা বা প্রান্ত'; ছুআছুত্ 'স্পর্শ দোষ';
টাঙ্গি 'দা বা কুঠার'; ধড়ক্কা 'জোর আওয়াজ';
খিট্‌কাল্ 'সমস্যা বা জটিলতা'; মুরি 'নালা';
লাফ্‌ড়া [<লফ্‌ড়া] 'ঝামেলা'; কাঁটি 'পেরেক';
উঁটার্ [<অটার্]; সরু দড়ি'; ছুট্ 'ছাড় বা কমিশন';
চাঁটা 'থাপড়'; চুঁ 'পান করার শব্দ'; 'রগ্ 'শিরা';
লাচার্ 'বিবশ'; লাল্ 'পুত্র'; চিকন্ [<চিক্কন] 'ঔজ্জ্বল্য';
ডাঁস্ 'বড় মাছি'; রিস্ 'ক্রোধ'; ছুইমুই 'লজ্জাবতী';
সুঁটা 'মোটা লাঠি'; দুগ্‌লা [দোগ্‌লা] 'গালি বিশেষ, চরিত্রহীন'।

গ. মৈথিলি ভাষা থেকে আগত শব্দ –

কাগ্ 'ছিপি'; সিতুক্ 'ঝিনুক'; ভড়ক 'আড়ম্বর'; গুলাই [<গোলাই] 'পরিধি বা বেড়'।

২৩. সাঁওতালি, মুন্ডারি, হো প্রভৃতি আদিবাসী ভাষায় ব্যবহৃত বেশ কিছু শব্দ অপরিবর্তিতভাবে কিংবা সামান্য পরিবর্তিত রূপে এই অঞ্চলের বাংলা ভাষাতেও ব্যবহৃত হয়।[৩০] যেগুলি মান্য চলিত বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। যেমন –

ক.	**পশ্চিম বীরভূম**	**সাঁওতালি**	**মান্য চলিত বাংলা**
	আপুস্	আপুস	আত্মীয়
	কিরে	কিরিয়ী	শপথ, দিব্যি
	কুলি	কুল্‌হি	গ্রামের ভেতরের রাস্তা
	গাদর্	গাদার	খাওয়ার উপযুক্ত কচি দান
	গাব্	গব	দাগ, কালির ছোপ
	গিঁড়া	গেঁড়্‌রা	বেঁটে

চিরিক্ চিরিক্	চিরিক চিরিক	অল্প জল বা তরল পড়ার শব্দ
জুন্‌লা	জোনড়্রা	ভুট্টা
থুকুম্	থুকুম	খেলার সময়ে বিরতি
পুসি	পুসি	বিড়াল
ভেলি	ভিলি	ক্ষেতে চারা বসানোর উঁচু ফালি
লচ্‌পচ্	লচপচ	অতি নরম (কাদা)
লিট্‌পিটে	লিটপিটিআ	অতি পাতলা, দুর্বল
লিড়া	লিড়হা	খোঁড়া
লিলা	লেলহা	বুকা
লুচুপুচু	লুচুপুচু	ভয় পাওয়া
লুদ্‌লুদ্	লুদলুদ	বেঁকে যাওয়া, হেলে পড়া
লুদুক্ লুদুক্	লুদুক লুদুক	থলথল করা
সুঙ্	সুঙ্‌গা	হুল
হাড়াম্	হাড়াম	বৃদ্ধ
হিনাতিনা	হিনাতা	এখানে সেখানে
হিন্দোলা	হিন্দোল	দোলনা, নাগরদোলা

খ. পশ্চিম বীরভূম	**মুন্ডারি**	**মান্য চলিত বাংলা**
আন্‌জির	আঞ্জির	পেয়ারা
আফর্	আফর	ধানের চারা
আরি	আরি	হাত করাত
খারোই	খারুই	মাছের চুপড়ি বা ঝুড়ি
ডুল্	ডোল	বালতি
বাঁদ্	বাদ	ডাঙা জমি
লুড়ু	লোড়ো	দুর্বল

গ. পশ্চিম বীরভূম	**হো/মুণ্ডারি**	**মান্য চলিত বাংলা**
লাঙ্‌গা	লাগা	ক্লান্ত, শ্রান্ত
ল্যাঙ্‌ড়া	লেঙ্‌গ্‌ড়া	বাম হাতি (লোক)

তথ্যসূত্র :

১. রায়, জগদীশ, ২০০৪, 'বীরভূমের লোকভাষার রূপরেখা', বরুণ রায় (সম্পা.) বীরভূমি বীরভূম (২য় খণ্ড) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত, কলকাতা : দীপ প্রকাশন, পৃ. ১০১
২. গুপ্ত, রঞ্জন, ২০০১, রাঢ়ের সমাজ অর্থনীতি ও গণবিদ্রোহ, কলিকাতা : সুবর্ণরেখা, পৃ. ৩৩
৩. তদেব, পৃ. ৪৩৭

৪. Chaterji, Suniti kumar, 1993, The Origin and Development of the Bengali Language, New Delhi, Rupa. Co. (1st Rupa ed.), p. 92
৫. Grierson, G. A. 1968, Linguistic Survey of India, Vol. V, Part–II, Delhi. Motilal Banarsidass (reprint, 1st edition 1903), p. 3
৬. তদেব, p. 31
৭. ভোজপুরি শব্দগুলি 'Bhojpuri-Hindi-English Shabdakosh' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। Arunesh Neeren & others, 2018, Bhojpuri-Hindi-English Shabdakosh, New Delhi. Rajkamal Prakashan Pvt. Ltd.
৮. মগহি শব্দগুলি 'Phonology and Morphology of a Magahi Dialect' সন্দর্ভ থেকে সংগৃহীত। Anil Chandra Sinha, 1966, Phonology and Morphology of a Magahi Dialect. (Ph.D Thesis, Pune University), https://shodhganga.inflibnet.ac.in, date 22.02.2019.
৯. তদেব, p. 3
১০. Chaterji, Suniti kumar, প্রাগুক্ত, p. 92
১১. মৈথিলি শব্দগুলি 'Bangla-Maithili Dwibhasik Abhidhan' থেকে সংগৃহীত।
Govind Jha & others, 2012, Bangla-Maithili Dwibhasik Abhidhan, New Delhi. Sahitya Akademi.
১২. সরকার, পবিত্র, ২০১৪, বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গ। কলকাতা. দে'জ পাবলিশিং (২য় সং.), পৃ. ৭৯
১৩. মুহম্মদ, আবদুল হাই, ২০১১, ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব। ঢাকা. মল্লিক ব্রাদার্স (২য় সং.), পৃ. ১৫৪
১৪. Grierson, G. A. প্রাগুক্ত, p. 77
১৫. দাশ, সত্যনারায়ণ, ১৯৮৮, বীরভূমের ভাষা ও শব্দকোষ, কলকাতা. সারস্বত প্রকাশনী, পৃ. ৫০
১৬. Sinha, Anil Chandra, প্রাগুক্ত, p. 174
১৭. Grierson, G. A. প্রাগুক্ত, p. 50
১৮. Grierson, G. A. প্রাগুক্ত, p. 103
১৯. ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় নবীন কুমার ঝা (শিক্ষক, গুমলা, ঝাড়খণ্ড) এবং বিশ্বনাথ গঁরাই (শিক্ষক, রানীশ্বর, ঝাড়খণ্ড)-মহাশয়ের কাছ থেকে সংগৃহীত (১০-০২-২০১৯ এবং ১৬-০২-২০১৯)
২০. Sinha, Anil Chandra, প্রাগুক্ত, p. 361
২১. দাশ, সত্যনারায়ণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২
২২. দাশ, সত্যনারায়ণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯
২৩. ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় বাবুরাম মুর্মু (শিক্ষক, ভীমগড় উচ্চ বিদ্যালয়, খয়রাশোল, বীরভূম)-মহাশয়ের কাছ থেকে সংগৃহীত, (১০-০১-২০১৯)
২৪. শব্দগুলি 'A Santal Dictionary -গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।
P.O. Bodding, 2018, A Santal Dictionary (vol. I -V), New Delhi. Gyan Publishing House (reprint, 1st edition 1932)
২৫. Chaterji, Suniti kumar, প্রাগুক্ত, p. 918
২৬. দাশ, সত্যনারায়ণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮
২৭. তদেব, পৃ. ৩৮
২৮. Jha, Subhadra, 1985, The formation of Maithili Language. New Delhi. Munshiram

Manoharlal Pvt. Ltd, (1st Indian ed.), p.543

২৯. তদেব, p.382

৩০. শব্দগুলি 'A Santal Dictionary (Vol. I - V)' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত. P.O. Bodding, প্রাগুক্ত।